



103040 - যবে শাসক আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন করে না তাকে কনির্বাচতি করা যাবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন:

মুসলমি রাষ্ট্রেরে জন্য এমন কোন শাসককে ননির্বাচতি করা কনি জায়বে হববে যবে আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন করে না? উল্লেখ্য, তাকে যদি ননির্বাচতি করা না হয় তাহলে সে নানাভাবে কণেঠাসা করে রাখবে; এমন কনি গ্রফেতারও করতে পারে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ঈমানদাররো সুদৃঢ়ভাবে বশ্বিাস করে, আল্লাহর আইনেরে চয়ে উত্তম কোন আইন নহে। আল্লাহর আইন বরিনোধী সকল বধিন জাহলৌ বধিন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তারা কনি তববে জাহলিয়্যাতরে বধিন চায়? আর নশ্চিতি বশ্বিাসী কওমরে জন্য বধিন প্রদানে আল্লাহর চয়ে কে অধকি উত্তম?”[সূরা মায়দো, ০৫:৫০] আল্লাহর উপর ঈমান ও রাসূলদরে প্রতি যা নাযলি করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি ঈমান আনার পর আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন গ্রহণ করার প্রবণতাকে আল্লাহ তাআলা ‘বস্মিয়কর’ ঘোষণা করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আপনি কনি তাদরেকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনছি। তারা তাগুতরে কাছে বচারি নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদরেকে ননির্দেশে দয়ো হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদরেকে ঘোর বভিরান্ততি বভিরান্ত করতে।”[সূরা নসি ০৪:৬০]

শানকতি (রহঃ) বলেন: “আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করছেন যে, যারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য আইনে শাসন করে আল্লাহ তাদরে ঈমানরে দাবীর প্রতি বস্মিয় প্রকাশ করছেন। কারণ তাগুতরে কাছে বচারি ফয়সালা চাওয়ার পরেও ঈমানরে দাবী- মথিয়া ছাড়া আর কছি নয়। এমন মথিয়া সত্যহি বস্মিয়কর।” সমাপ্ত

আল্লাহ তাআলা তাঁর সত্তার শপথ করে বলছেন: কোন ব্যক্তি জীবনেরে প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলকে ফয়সালাকারী হিসেবে না মানা পর্যন্ত ঈমানদার হববে না। রাসূল যে ফয়সালা দিয়েছেন সেটাই হক্ব; প্রকাশ্যে ও গোপনে সেটাকে মনে নতি হববে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অতএব তোমার রবরে কসম, তারা মুমনি হববে না যতক্ষণ না তাদরে মধ্যে সৃষ্ট ববিদরে ব্যাপারে তোমাকে বচারক ননির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দবে সে ব্যাপারে নজিদরে অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতি মনে নেয়।” [সূরা নসি, ০৪:৬৫]



আল্লাহ তাআলা বিবিদমান বিষয়ে ফয়সালার দায়িত্ব রাসূলরে উপর ছেড়ে দ্যো অপরহির্য কর দয়িছেনে এবং এটাকে ঈমানরে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করছেনে। সুতরাং আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোন আইনরে শাসন গ্রহণ করা ঈমানরে পরপিন্থী। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলরে দকি প্রত্যার্পণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষে দিনরে প্রতি ঈমান রাখ। এটিকল্যাণকর এবং পরণামে উৎকৃষ্টতর।”[সূরা নসিা, ০৪:৫৯]।

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন: আয়াতে কারমি “যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষে দিনরে প্রতি ঈমান রাখ” নরিদশে করছে যে, যে ব্যক্তি বিবিদমান বিষয়েরে ফয়সালা কুরআন ও সুন্নাহ হতে গ্রহণ করে না এবং এ দুটির কাছ ফরি আসে না সে আল্লাহর প্রতি ও শেষে দিনরে প্রতি ঈমানদার নয়।

পূর্বকোক্ত আলোচনার পরপ্রিক্ষেতি বলা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বধিান অনুযায়ী শাসনকার্য পরচিলনা করে না তাকে নরিবাচতি করা হারাম। কারণ এই নরিবাচনেরে মাধ্যমে এই হারামরে প্রতি সন্তুষ্টি ও এই হারাম কাজে সহযোগতি করা হলো।

কোন মুসলমানকে যদি ভোট দতি যেতে বাধ্য করা হয় তাহলে সে যেতে পারনে গয়ি এই প্রার্থীর বপিক্ষে ভোট দতি পারনে অথবা সম্ভব হলে তার ভোট নষ্ট করে দতি পারনে। যদি এর কোনটাই তার পক্ষে করা সম্ভবপর না হয় এবং এই প্রার্থীর পক্ষে ভোট না দলি সে নরিযাততি হওয়ার আশংকা করে তাহলে আমরা আশা করছি এমতাবস্থায় তার কোন গুনাহ হবে না। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলছেনে: “যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত” [সূরা নাহল ১৬:১০৬] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: আমার উম্মতকে ভুল, বস্মিতি ও জবরদস্তরি গুনাহ হতে নষ্কৃতি দ্যো হয়ছে।”[সুনানে ইবনে মাজাহ (২০৪৫), আলবানী সহীহ ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহীহ বলছেনে]

আল্লাহই সবচয়ে ভাল জাননে।